



36442 - ঈদরে আদবসমূহ

প্রশ্ন

কোন কোন সুন্নত ও আদবগুলো আমরা ঈদরে দনি পালন করতে পারি?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

ঈদরে দনি একজন মুসলমি যে সুন্নতগুলো পালন করতে পারেন সেগুলো নম্বিনরূপ:

১। নামাযে যাওয়ার আগে গোসল করা:

মুয়াত্তা ও অন্যান্য গ্রন্থে সহিহ সনদে বর্ণিত হয়েছে যে, আব্দুল্লাহ বনি উমর (রাঃ) ঈদরে দনি ঈদগাহে যাওয়ার আগে গোসল করতেন। [মুয়াত্তা (৪২৮)]

ইমাম নববী (রহঃ) ঈদরে নামাযের জন্য গোসল করা মুস্তাহাব মরম্মে আলমেদরে মতকৈয় উল্লেখ করেছেন।

যে কারণে জুমার নামায ও অন্যান্য সাধারণ সম্মেলনের জন্য গোসল করা মুস্তাহাব ঠিকি একই কারণ ঈদরে ক্ষত্রেও পাওয়া যায়। বরং ঈদরে ক্ষত্রে সে কারণটি আরও বেশি স্পষ্ট।

২। ঈদুল ফতিররে নামাযে যাওয়ার আগে কছি খাওয়া এবং ঈদুল আযহার নামাযের পরে খাওয়া:

ঈদুল ফতিররে নামাযে যাওয়ার আগে কছি খজুর খয়ে যাওয়া অন্যতম একটি শিষ্টিচার। যহেতে সহিহ বুখারীতে আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কয়কেটি খজুর খয়ে ঈদগাহে যতেনে...। তিনি বিজেডে সংখ্যক খজুর খতেনে। [সহিহ বুখারী (৯৫৩)]

নামাযে যাওয়ার আগে খাওয়া মুস্তাহাব এই কারণে যাত করে সেই দনি রোযা রাখা নষিদিহ হওয়ার উপর তাগদি দেওয়া যায় এবং পানাহার করা ও রোযা সমাপ্তির ঘোষণা দেওয়া যায়।

ইবনে হাজার (রহঃ) এর কারণ ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে যাত করে রোযার সংখ্যা বৃদ্ধির পথ বুদ্ধ করে দেওয়া যায় এবং এর মাধ্যমে অবলিম্ববে আল্লাহর নরিদশে পালন পাওয়া যায়। [ফাতহুল বারী (২/৪৪৬)]



কারো কাছে যদি খজুর না থাকে তাহলে সে যেন অন্য হালাল কিছু খয়ে নেয়।

আর ঈদুল আযহার ক্ষত্রে নামায থেকে ফরি আসার আগ পর্যন্ত কোন কিছু না খাওয়া মুস্তাহাব। নামায থেকে ফরি এসে কেরবানীর গশেত খাবে; যদি সে কেরবানী দিয়ে থাকে। আর কেরবানী না দিলে নামাযের আগে খতে কোন অসুবধি নই।

৩। ঈদরে দিনে তাকবীর দেওয়া:

এটি ঈদরে দিনে মহান সুন্নত। দলিল হচ্ছে আল্লাহর বাণী: "তিনি চান তোমরা সংখ্যা পূরণ কর এবং তিনি যি তোমাদেরকে নরিদশেনা দিয়েছেন সে জন্ম তাকবরি উচ্চারণ কর (আল্লাহর বড়ত্ব ঘোষণা কর) এবং যাতো তোমরা শোকর কর।"[সূরা বাক্বারা, আয়াত: ১৮৫]

ওয়ালদি বনি মুসলমি বলেন: আমি আওয়য়ি ও মালকে বনি আনাসকে দুই ঈদরে দিনে উচ্চস্বরে তাকবরি দেওয়া সম্পর্কে জজিৎসে করছি। তাঁরা উভয়ে বলছেন: হ্যাঁ। আব্দুল্লাহ বনি উমর (রাঃ) ঈদুল ফতিরের দিনে ইমাম আসার আগ পর্যন্ত উচ্চস্বরে তাকবরি দতিনে।

আবু আব্দুর রহমান আস-সুলামি থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন: "তাঁরা ঈদুল আযহার তাকবরিরে চয়ে ঈদুল ফতিরের ব্যাপারে বেশি কঠোর ছিলেন।" ওকী বলেন: বুঝাতে চাচ্ছেন: তাকবরিরে ব্যাপারে।[দখেুন: ইরওয়াউল গাললি (৩/১২২)]

দ্বারা কুতনী ও অন্যান্য গ্রন্থাকার বর্ণনা করছেন যে, ইবনে উমর (রাঃ) ঈদুল ফতির ও ঈদুল আযহার দিনে সকালে বরে হয়ে ঈদগাহে পৌঁছা পর্যন্ত তাকবীর দতি থাকতেন। এরপরও ইমাম আসার আগ পর্যন্ত তাকবীর দতি থাকতেন।

ইবনে আবু শাইবা সহহি সনদে যুহরী থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: লোকেরা ঈদরে সময় যখন তাদের ঘর থেকে বরে হত তখন থেকে ঈদগাহে আসা পর্যন্ত এবং ইমাম আসা পর্যন্ত তাকবীর দতি থাকত। যখন ইমাম এসে যতে তখন সবাই চুপ হয়ে যতে। ইমাম যখন তাকবীর দতিনে তখন তারাও তাকবীর দতিনে।[দখেুন: ইরওয়াউল গাললি (২/১২১)]

ঘর থেকে বরে হওয়া থেকে শুরু করে ঈদগাহে আসা পর্যন্ত ও ইমাম আসা পর্যন্ত তাকবীর দেওয়ার বিষয়টি সালাফদের মাঝে মশহুর ছিল। একদল গ্রন্থাকার এ বিষয়টি বর্ণনা করছেন। যমেন- ইবনে আবু শাইবা, আব্দুর রাজ্জাক, ফরিইয়াবি 'আহকামুল ঈদাইন' গ্রন্থে একদল সালাফ থেকে বর্ণনা করছেন। এ বর্ণনাগুলোর মধ্যে রয়েছে যে, নাফে বনি জুবাইর নজি়ে তাকবীর দতিনে এবং লোকদের তাকবীর না দেওয়া দেখে বিস্মিত হয়ে বলতেন: আপনারা কি তাকবীর দতিনে না?

ইবনে শহিব আয-যুহরী বলেন: লোকেরা বাড়ী থেকে বরে হওয়ার সময় থেকে ইমাম আসার আগ পর্যন্ত তাকবীর দতিনে।

ঈদুল ফতিরের তাকবীর দেওয়ার সময় হচ্ছে- ঈদরে রাত থেকে শুরু করে ঈদরে নামাযের ইমাম হায়রি হওয়া পর্যন্ত।



আর ঈদুল আযহার তাকবীর জলিহজ্জ মাসরে প্রথম দনি থেকে তাশরকিরে সর্বশেষে দনি সূর্য ডোবা পর্যন্ত।

তাকবীর দওয়ার পদ্ধতি:

মুসান্নাফ ইবনে আবী শাইবাতের সহীহ সনদে ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে উদ্ধৃত হয়েছে যে, তিনি তাশরকিরে দনিগুলোতে এভাবে তাকবির দতিনে:

الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر والله الحمد

(উচ্চারণ: আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু, ওয়াল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, ওয়া লিল্লাহি হামদ)(অনুবাদ: আল্লাহ মহান, আল্লাহ মহান। আল্লাহ্ ছাড়া সত্য কোন উপাস্য নাই। আল্লাহ্ মহান, আল্লাহ্ মহান। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য।)[ইবনে আবী শাইবা অন্যস্থানে একই সনদে 'তাকবির' তনিবার দওয়ার বর্ণনা উল্লেখ করেছেন]

আল-মুহামলি সহীহ সনদে ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন:

الله أكبر كبيراً الله أكبر كبيراً وأجلّ ، الله أكبر والله الحمد

(উচ্চারণ: আল্লাহু আকবার কাবরি। আল্লাহু আকবার কাবরি। আল্লাহু আকবার ওয়া আজাল্ল। আল্লাহু আকবার ওয়া লিল্লাহি হামদ)। (অনুবাদ: আল্লাহ সবচেয়ে বড় অতীব বড়। আল্লাহ সবচেয়ে বড় অতীব বড়। আল্লাহ সবচেয়ে বড় ও সম্মানিত। সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য।)[দখুন: আল-ইরওয়া (৩/১২৬)]

৪। শুভেচ্ছা বনিমিয় করা:

ঈদরে শষিটাচারের মধ্যে রয়েছে পরস্পরের মাঝে উত্তম পদ্ধতিতে শুভেচ্ছা বনিমিয় করা। সে শুভেচ্ছার ভাষা যে ধরণেরই হোক না কেন। যমেন কটে কটে বলেন: **تقبل الله منا ومنكم** (তাকাব্বাল্লাহু মনিনা ওয়া মনিকুম)(অনুবাদ: আল্লাহ আমাদের ও আপনাদের নকে আমলগুলো কবুল করে নি)। কথিবা **عيد مبارك** (ঈদ মবারক) কথিবা এ ধরণের অন্য যে কোন বধি ভাষায়।

জুবাইর বনি নুফাইর থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, ঈদরে দনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবীবর্গ যখন একে অপরকে সাথে সাক্ষাত করতেন তখন বলতেন: **تقبل منا ومنك** (তুকুব্বলি মনিনা ও মনিকা) (অনুবাদ: আমাদের আমল ও আপনার আমল কবুল হোক)। ইবনে হাজার বলেন: এর সনদ সহীহ।[আল-ফাতহ (২/৪৪৬)]

সাহাবায়েরোমরে মাঝে শুভেচ্ছাজ্ঞাপনের প্রথা চালু ছিল। ইমাম আহমাদ ও অন্যান্য আলমেগণ এ ক্ষেত্রে রুখসত (ছাড়) দিয়েছেন।



এমন কিছু বর্ণনা রয়েছে যা বিভিন্ন উপলক্ষে শুভেচ্ছাজ্ঞাপন শরীয়তসম্মত হওয়ার প্রমাণ বহন করে। আনন্দদায়ক কিছু ঘটলে সাহায্যে করোম পরস্পরকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপনের উদাহরণ হচ্ছে- আল্লাহ যখন কোন এক ব্যক্তির তাওবা কবুল করলেন তখন তারা উঠে এ উপলক্ষে তাকে শুভেচ্ছা জানালেন।

নবীসন্দেহে এ ধরণের শুভেচ্ছাজ্ঞাপন উন্নত আখলাক ও মুসলিম সমাজের সুন্দর রীতগিলের অন্তর্ভুক্ত।

শুভেচ্ছাজ্ঞাপনের ব্যাপারে নদিনেপক্ষে এতটুকু বলতে হবে যে, কটে যদি আপনাকে ঈদ উপলক্ষে শুভেচ্ছা জানায় তাহলে আপনও তাকে শুভেচ্ছা জানান। আর কটে যদি চুপ থাকে আপনও চুপ থাকতে পারেন; যমেনটি বলছেন ইমাম আহমাদ (রহঃ): যদি কটে আমাকে শুভেচ্ছা জানায় আমি এর প্রত্যুত্তর দহি; তবে আমি শুরুতে শুভেচ্ছা জানাই না।

৫। ঈদ উপলক্ষে সুন্দর পোশাকাদি পরধান করা:

আব্দুল্লাহ বনি উমর (রাঃ) বলেন: একবার উমর (রাঃ) রশেমরে তরী একটি জুব্বা, যা বাজারে বক্রিরি জন্য তোলো হয়েছিল, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে নিয়ে এসে বললেন: ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি এ জুব্বাটি কনি; ঈদের সময় ও প্রতিনিধি দলের সাথে সাক্ষাতের সময় এ সুন্দর পোশাকটি পরবেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন: "এটি এমন ব্যক্তির পোশাক যার কোন ভাগ বা অংশ নহে (অর্থাৎ তাকওয়া ও সওয়াবের)।"[সহহি বুখারী (৯৪৮)]

অর্থাৎ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঈদ উপলক্ষে সুন্দর পোশাক পরার ব্যাপারে সম্মতি দিয়েছেন। কিন্তু তিনি এ জুব্বা কনিতে সম্মতি দেননি; যহেতে সটে ছিল রশেমরে তরী জুব্বা।

জাবরে (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এমন একটি জুব্বা ছিল যটো তিনি দুই ঈদের সময় ও জুমার দনি পরতেন।[সহহি ইবনে খুযাইমা (১৭৬৫)]

ইমাম বাইহাকী সহহি সনদে বর্ণনা করেন যে, ইবনে উমর (রাঃ) ঈদের জন্য তার সবচেয়ে সুন্দর পোশাকটি পরতেন।

তাই যে কোন ব্যক্তির উচিত হচ্ছে ঈদের নামাযে যাওয়ার সময় নিজের যে পোশাকটি সবচেয়ে সুন্দর সটো পরে যাওয়া।

তবে, নারীরা যখন নামাযে যাবেন তখন সাজসজ্জা গ্রহণ করা থেকে বরিত থাকবেন। যহেতে বগোনা পুরুষদের কাছে নিজদের সটেন্দ্র্য প্রকাশ করা থেকে তাদেরকে নষিধে করা হয়েছে। অনুরূপভাবে যে নারী ঈদের নামাযে যতে চায় তার জন্য সুগন্ধি ব্যবহার করা কথিবা পুরুষদেরকে আকৃষ্ট করাও হারাম। কেননা তিনি ইবাদতের উদ্দেশ্যে ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যে বরে হননি।

৬। নামাযের জন্য এক রাস্তা দিয়ে যাওয়া অন্য রাস্তা দিয়ে ফরত আসা:



জাবরে বনি আব্দুল্লাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঈদরে দনি ভন্নি ভন্নি রাস্তা ব্যবহার করতনে।[সহি বুখারী (৯৮৬)]

এ আমলরে হকেমত সম্পর্কে বলা হয় যাতে করে কয়িমতরে দনি উভয় রাস্তা আল্লাহ্ৰ কাছে তাঁর পক্ষয়ে সাক্ষ্য দেয়ে। কয়িমতরে দনি জমনিরে উপর ভালমন্দ যা আমল করা হয়ছে জমনি সটো বলে দবি।

এর হকেমত সম্পর্কে অন্য একটা অভিমিত হছে উভয় রাস্তায় ইসলামরে নদির্শনকে জাহরি করা।

আরকেটা অভিমিত হছে- আল্লাহ্ৰ যকিরিকে ফুটয়ি়ে তোলা।

আরকেটা অভিমিত হছে- মুনাফকি ও ইহুদীদরেকে ক্ষপেয়ি়ে তোলা এবং তাঁর সাথে কত বশেমানুষ রয়ছে সটো তাদের কাছে তুলে ধরা।

আরকেটা অভিমিত হছে- যাতে করে তিনি মানুষকে ফতোয়া জানানো, তালমি দেওয়া, অনুসরণ করা মানুষরে ইত্যাদি প্রয়োজন পূরণ করতে পারনে কথিবা অভাবীদরেকে সদকা করতে পারনে কথিবা আত্মীয়স্বজনরে সাথে দেখোসাক্ষাৎ করতে পারনে।

আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞঃ।